ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কথা রাখতে ক্যানসারজয়ী ভক্তের কাছে ছুটে গেলেন সালমান!

পৃঃ ৫

বর্ষসেরা ওয়ানডে ক্রিকেটার কোহলি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০২৯ ● কলকাতা ● ১৫ মাঘ, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ৩০ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

পুলিশকে 'হিংস্র নেকড়ের' সঙ্গে তুলনা শুভেন্দুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্যারাকপুরে বিজেপির মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে কার্যত অয়াকশন মোডে দেখা গিয়েছে। ইটবৃষ্টি, জলকামান, কাঁদানে গ্যাসের শেল, লাঠিচার্জ থেকে শুরু করে পুলিশের চড়-থাপ্পড়, লাথি একপ্রকার খণ্ডযুদ্ধের চেহারা নিয়েছিল ব্যারাকপুর। সোমবার দুপুরের এই ঘটনায় এবার কড়া প্রতিক্রিয়া বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর।সোমবার ব্যারাকপুরের ওই মিছিলে পুলিশ যেভাবে অ্যাকশন মোডে অবতীর্ণ হয়েছিল, তা নিয়ে আগেই কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। পুলিশের বিরুদ্ধে ইট ছোড়ার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। এমনকী লাঠিচার্জের সময়েও কোনও বাছবিচার না করে মাথায় পর্যন্ত লাঠিচার্জ করা হয়েছে বলে অভিযোগ সুকান্তর। এক পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

এদিকে বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পুলিশ-প্রশাসনকে। তৃণমূলের সঙ্গে যোগ-সাজশ করে এই কাণ্ড ঘটানো হয়েছে বলেই দাবি শুভেন্দুর। তিনি বলেন, 'ব্যারাকপুরে বিজেপির ১৫ জন একনিষ্ঠ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমি পুলিশের এই

এরপর ৩ পাতায়

লোকসভা নির্বাচনে হাসতে হাসতে জিতবে বিজেপি, ভবিষ্যদ্বাণী ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিরোধীরা যতই স্ট্র্যাটেজি তৈরি করুক না কেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে হাসতে হাসতে জিতবে এনডিএ। বক্তা ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। সেই সঙ্গে নীতীশ কুমারের জেডিইউর ভবিষ্যত নিয়েও মুখ খুললেন তিনি।এদিকে, দলবদলু নীতীশ কুমারকে 'ধূর্ত' আখ্যা দিয়েছেন প্রশান্ত। মহাগঠবন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার পর প্রশান্তের দাবি, ২০২৫ সালে বিধানসভা ভোটে ২০টির বেশি আসন জিততে পারবে না জেডিইউ। কারণ মানুষ তাঁর উপর আস্থা হারাচ্ছে। জীবনের শেষ ইনিংস খেলছেন নীতীশ বলেও দাবি করেন ভোটকুশলীর। তবে এই বদল বিহারে বিজেপির ভাবমূর্তিও নষ্ট করল বলে জানাচ্ছেন তিনি। প্রশান্তের কথায়, "বিহারে শুধু নীতীশ না, বিজেপিও পালটু রাম। এটা বিজেপির উপরও খারাপ প্রভাব ফেলবে। এর চেয়ে ওরা নিজেদের মতো করে লড়াই করলে জয়ের সম্ভাবনা আরও ইতিবাচক হত।"একুশের বিধানসভা ভোটে বাংলায় তৃণমূলের ভোটকুশলীর ভূমিকায় ছিলেন প্রশান্ত।সে সময় বিজেপি বঙ্গে গেরুয়া ঝড় তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করে। একুশেই যে তৃণমূল ক্ষমতাচ্যুত হবে, তা নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সুর শোনা গিয়েছিল পদ্মশিবিরের নেতা-মন্ত্রীদের গলায়। কিন্তু প্রশান্ত কিশোর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বলে গিয়েছিলেন, বঙ্গে একশো আসনও পাবে না। ফলে সরকার বদলানোর কোনও প্রশ্নই নেই। ভোটগণনার পর সেই তত্ত্বেই পড়েছিল। ৭৭টি আসনে জয়ী হয় বিজেপি। অতীতে বিজেপি থেকে কংগ্রেস-সহ একাধিক দলকে ক্ষমতায় আনার নেপথ্যে বড় ভূমিকা পালন করা সেই প্রশান্ত কিশোর এবার বলে দিলেন, কেন্দ্রে তৃতীয়বারের জন্য আসতে চলেছে মোদি

এরপর ৩ পাতায়

রাহুল সম্পর্কে অপশব্দ! শুভেন্দুর বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ কংগ্রেস, নিন্দায় সরব টিএমসি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় সামিল হয়নি তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও রাহুল গান্ধী সম্পর্কে শুভেন্দু অধিকারী যে অপশব্দ প্রয়োগ করেছেন তার একযোগে নিন্দায় সরব কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস।শুভেন্দুর এই ধরনের নিম্ন রুচির বক্তব্য বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতির পরিপন্থী, তিনি বাঙালি হয়েও যা বলেছেন তা বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি শেখায় না বলেই দাবি করেছে তৃণমূল। ঘৃণ্য ভাষণে পারদর্শী বিজেপি নেতারা বাংলায় এই ধরনের সংস্কৃতি আমদানির চেষ্টা করলেও মানুষ তা প্রত্যাখ্যান করে উচিত শিক্ষা দেবে বলে দাবি তৃণমূলের। কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "এটা ভাষা? রাহুল গান্ধীকে কী ভাষায় আক্রমণ করছেন গদ্দার? রাজনীতিতে এই ধরণের অসভ্যতা, অপসংস্কৃতি বন্ধ হোক। রাজ্য কংগ্রেস নেতারা বিজেপির দালালি করতে গিয়ে আর কত নিচে নামবেন যে এটাও হজম করছেন? শুভেন্দুর কুতিসত রাজনীতি বেআব্রু হয়ে পড়ছে। এই অসুস্থ ভাষার তীব্র প্রতিবাদ করছি।"ইতিমধ্যেই শুভেন্দুর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছে কংগ্রেস। নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনাও দাবি করা হয়েছে।সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেন্দু ও বিজেপিকে বিঁধেছে তৃণমূল।

এরপর ৩ পাতায়

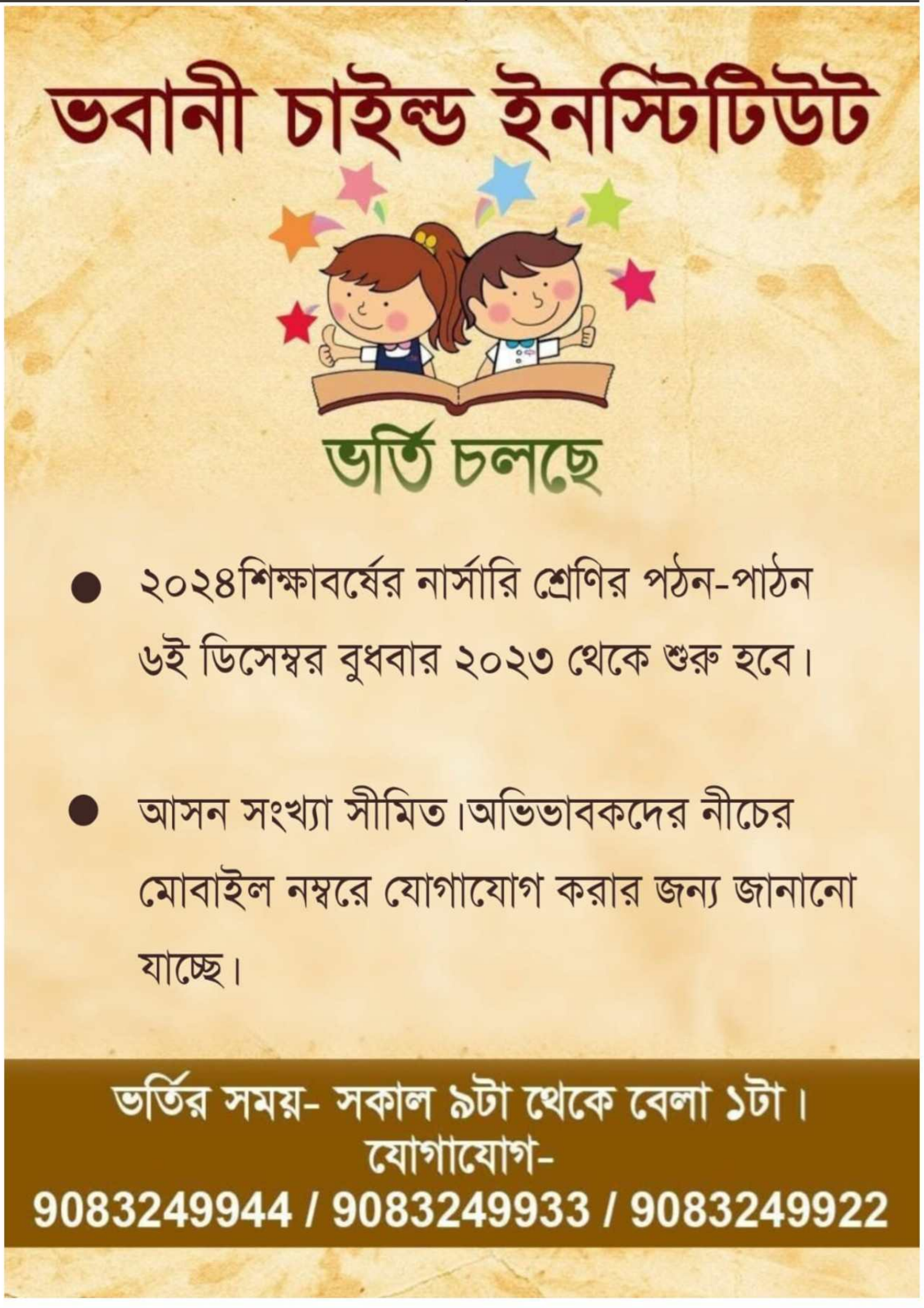

অবশেষে সন্দেশখালি নিয়ে

মুখ খুললেন অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে তোলপাড় গোটা বাংলা। জল গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। তবে এখনও ফেরার শেখ শাহজাহান। সেই ঘটনার ২৪ দিন পর অবশেষে সন্দেশখালি নিয়ে মুখ খুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । বললেন, 'কে কী করেছে জানি না।প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি মামলায় নাম জড়িয়েছে শেখ শাহজাহানের। গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় তাঁর বাড়িতে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। তবে তৃণমূল নেতার খোঁজ পাওয়া যায়নি। ইডির দাবি, তাঁর দুটি ফোন নম্বরে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। একটি নম্বর ব্যস্ত ছিল। আরেকটিতে ফোন ধরেন শাহজাহান। ইডি শুনেই ফোন কেটে দেন। আর তার পরই হামলা শিকার হন ইডি আধিকারিকরা। ভাঙচুর করা হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের গাড়িতেও। এর পর গত ২৪ জানুয়ারি দ্বিতীয়বার শাহজাহানের বাড়িতে যায় ইডি। এখনও খোঁজ নেই শাহজাহানের। সম্প্রতি গোটা ঘটনার নিন্দা করেছিলেন ফিরহাদ হাকিম। বলেছিলেন, "ইডি আধিকারিকদের উপর হামলা ঠিক হয়নি। যা হয়েছে, তা অন্যায় হয়েছে।" কিন্তু এদিন ইডির ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন অভিষেক।তবে সন্দেশখালিতে যা হয়েছে, তা না হলেই ভালো হত।" প্রশ্ন তুললেন ইডির ভূমিকা নিয়েও।ক্রমশ গভীর হচ্ছে শাহজাহান অন্তর্ধান রহস্য। সোশাল মিডিয়ায় 'অ্যাকটিভ' হলেও, পুলিশের কাছে 'ফেরার' তৃণমূল নেতা। ইডির তলবেও সাড়া দিচ্ছেন না। ইডির উপর হামলার ঘটনার ২৪ দিন পরও সন্দেশখালির বেতাজ বাদশার খোঁজ পাচ্ছেন না তদন্তকারীরা। কোথায় রয়েছে শাহজাহান? কেন হদিশ মিলছে না, তা নিয়ে আদালতের প্রশ্নের মুখে পুলিশ। অবশেষ সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে মুখ খুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ডায়মন্ড হারবার থেকে তিনি বলেন, "শেখ শাহজাহান কী করেছেন আমি জানি না। তবে যতটুকু শুনেছি, ঘটনার দিন উনি ছিলেন না। তবে সন্দেশখালিতে যা হয়েছে, তা না হলেই ভালো হত। কিন্তু বাড়ির বাইরে কারা ছিলেন। কে কী করেছে, তা বিচার সাপেক্ষ। এভাবে বলা সম্ভব নয়।" ইডির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন অভিষেক। তাঁর কথায়, "আমি কাউকে সমর্থন করছি না। ইডি যেকোনও জায়গায় গিয়ে, যার বাড়িতে ইচ্ছে ঢুকে তল্লাশি করতে পারে। তবে ইডি আধিকারিকদের একটা প্রশ্ন করতে চাইব, ওনারা তিনঘণ্টা ধরে আসছেন, সংবাদমাধ্যম জেনে গেল। অথচ পুলিশ জানল না কেন?"

রাহুল গান্ধীর প্রতি শুভেন্দু অধিকারীর করা মন্তব্যে

চন্দ্রচূড় গোস্বামীর প্রতিক্রিয়া একমাত্র হিন্দুমহাসভা দিতে পারে বিকল্প রাজনৈতিক সৌজন্যের পরিচয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন রাজনৈতিক দল অখিলভারত হিন্দুমহাসভা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রায় পঁচাত্তর বছর পর দলগত ভাবে অংশগ্রহণ করতে চলেছে । হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর বক্তব্য রাজনৈতিক দল এবং ব্যক্তিত্বদের মধ্যে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিশ্চই থাকবে কিন্তু মানবতা ও পারস্পরিক সৌভাতৃত্ব থাকা উচিত সর্বোপরি । রহুল গান্ধীর প্রতি শুভেন্দু অধিকারী এমন কি মন্তব্য করলেন যেটা সংবাদ মাধ্যমে বিপ শব্দ করে শোনাতে হচ্ছে ? এই সংস্কৃতি বাংলায় অভিপ্রেত নয় । রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিশ্চই থাকবে কিন্তু কদর্য ভাষায় ব্যক্তি আক্রমণ বাংলার সংস্কৃতিতে অভিপ্রেত নয় । সম্প্রতি নবান্ন সভাঘরে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতি চন্দ্রচূড় গোস্বামী মাতৃসমা বলার পর এবং মুখ্যমন্ত্রী ওনার বক্তব্যের প্রশংসা করে চন্দ্রচূড়কে স্নেহ করেন বলার পর বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার । শেষ পর্যন্ত কসবা থানায় গিয়ে এফআইআর করে হিন্দুমহাসভা । এরপর দুর্গাপূজার পর বিজয়ার মিষ্টি ও উপহার নিয়ে নবান্ন, ইডি - সিবিআই অফিস, রাজ্যপালভবন এবং প্রতিটি রাজনৈতিক দলের রাজ্য অফিসে গিয়েছিল হিন্দু মহাসভার রাজ্য প্রতিনিধি মন্ডল । কিন্তু সিপিএম আলিমুদ্দিন স্ট্রীটের অফিসে তাদের দেখে দরজা বন্ধ করে দেওয়ায় রাজনৈতিক সৌজন্য নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল। এরপর স্বস্তিকা ভবনে আরএসএস এর কালীপূজায় অঞ্জলী দিতে যোগদান করেছিল হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিরা । ভাইফোঁটায় রাজ্যপাল মহাশয়কেও ফোঁটা দিতে গিয়েছিল হিন্দু মহাসভার মহিলা সদস্যরা । কিন্তু রাজ্যপাল ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে তাঁদের ঢুকতে দেননি । এরপর চন্দ্রচূড় বাবুরা সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনেও তাঁকে তাঁর বাড়ি গিয়ে কালীঘাটের প্রসাদ, মিষ্টি ও পুষ্পস্তবক নিয়ে শুভেচ্ছা জানান । আবার তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষের মাতৃ বিয়োগ হলে রাজ্য সভাপতি চন্দ্রচূড় গোস্বামী নিজে ফোন করে সমবেদনা জ্ঞাপন করে পাশে থাকার আশ্বাস দেন । তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য একটি রক্তদান শিবিরের ব্লাড স্যাম্পল হাতে নিয়ে যেমন রক্তদাতার জাতি ধর্ম বর্ণ বা রাজনৈতিক বিশ্বাস সম্পর্কে জানা যায়না । সেই রকমই সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং ব্যক্তিত্বদের মাথায় রাখা উচিৎ লড়াইটা থাকুক ইভিএম মেশিনেই সীমাবদ্ধ । দেশ ও রাজ্যের উন্নতিতে সকলের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যের মন্ত্রে লড়াই করা উচিৎ আর তবেই কেবলমাত্র ভারতবর্ষ প্রকৃতঅর্থে বিশ্বগুরুর আসনে আসীন হতে পারবে । ভারতের রাজনীতিতে সম্প্রতি যে অসহিষ্ণুতা দেখা দিচ্ছে তার বিপরীতে হেঁটে হিন্দুমহাসভা যে সৌজন্যের বার্তা দিতে চাইছে সেই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই ।

২৫৫০০ কোটি টাকার

বাজেট রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাকে পদ পদে বঞ্চনার শিকার বানাচ্ছে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন নরেন্দ্র মোদির সরকার। কিন্তু বাংলার জনতা যাতে বঞ্চিত না থেকে যান তার জন্য সদা সতর্ক রয়েছে রাজ্যের ক্ষমতাসীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। আর তাই এবার রাজ্যের বেশ কিছু দফতরের বাজেট বৃদ্ধি হতে পারে ১০ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত।নবান্নের আধিকারিকদের অভিমত, রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের বাজেট বাড়লে গ্রামবাংলা তার সুফল টের পাবে। লাভবান হবেন গ্রামের মানুষেরাই। এবার বাজেটে পঞ্চায়েত দফতরের অধীন গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গত কয়েক বছরে গ্রামেও যেভাবে ডেঙ্গু সহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে, তার মোকাবিলায় ভালো পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হতে পারে নয়া বাজেটে। এই খাতে আলাদা করে অতিরিক্ত ২০ কোটি টাকা বাড়ানোর প্রাথমিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। ২০২৩-২৪ সালে এই খাতে ৩৮৮ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছিল। এবারে তা ৪০০ কোটির বেশি ধরা হয়েছে বলেই খবর মিলেছে। গুরুত্ব পাচ্ছে রাস্তাঘাট নির্মাণ। পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পে বাজেট অনেকটাই বাড়ানো হতে পারে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের আধিকারিকেরা।নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরেই প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা বাজেট বৃদ্ধি হতে পারে। গতবছর এই দফতরের বাজেট ছিল ২৪ হাজার কোটি টাকা। সেটাই এবার ১০ থেকে ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৫৫০০ কোটি টাকা হতে পারে। যদিও এখনও সব হিসেব-নিকেশ শেষ হয়নি। তবে পঞ্চায়েত দপ্তরের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে বলেই সূত্রের খবর।১০০ দিনের কাজ সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে মোদি সরকার টাকা না দেওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে বাংলার গ্রামীণ উন্নয়ন। একাধিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাজ্য নিজের ভাঁড়ার থেকে অর্থ খরচ করে উন্নয়ন গতিশীল রাখার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রের অর্থ বরাদ্দ কার্যত অনিশ্চিত হওয়ায় যাতে উন্নয়ন ব্যাহত না হয় আর যাতে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ না হন তার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাজ্যের আয় বাড়িয়ে বিভিন্ন দফতরের বাজেট বৃদ্ধির পথে হাঁটা দিয়েছে। ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে সেই সূত্রেই রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের বাজেট প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা বাড়তে চলেছে। গ্রামীণ এলাকার রাস্তাঘাট, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি নানা কাজ করা হয় রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের মাধ্যমে। আবার রাজ্যের মোট বাসিন্দাদের প্রায় ৬০ শতাংশই বসবাস করেন পঞ্চায়েত এলাকায়। তাই ভোটের কথা মাথায় রেখেও এই বাজেট বাড়ানোর সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। রাজ্যের অন্যান্য দফতরের বাজেটের একটা বড় অংশ কর্মীদের বেতন দিতেই চলে যায়। সেখানে এই দফতরের মোট বরাদ্দের প্রায় ৯০ শতাংশ টাকাই উন্নয়নমূলক কাজে খরচ করা হয়।

মাত্র ৩ মিনিটেই ২৮টা ফোন কল,

ইডির ওপর হামলার আগে কাকে কাকে ফোন করেছিল শাহজাহান?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাকে পদ পদে বঞ্চনার শিকার বানাচ্ছে বলে সূত্রের খবর। ২০২৩-২৪ সালে এই খাতে ৩৮৮ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছিল। থেকে অর্থ খরচ করে উন্নয়ন গতিশীল রাখার চেষ্টা করছে।

এরপর ৩ পাতায়

অভিষেকের নালিশের পরও

বিচারপতি গাঙ্গুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল না সুপ্রিম কোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সওয়াল করল রাজ্য সরকার। সওয়াল করলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুঁদে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি । তবে লাভের লাভ কিছুই হল না। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিল না সুপ্রিম কোর্ট।প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, "সিঙ্গল এবং ডিভিশন বেঞ্চ নিয়ে যা হচ্ছে তা ঠিক নয়। আমরা সব দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেব। কলকাতা হাই কোর্টের মর্যাদা যাতে কোনও ভাবেই ক্ষুন্ন না হয় সেই দিকে নজর রাখতে হবে। কোন বেঞ্চে কোন মামলা যাবে, তা ঠিক করবেন হাই কোর্টের প্রধান বিচাপতি।" রাজ্যে মেডিকেলে ভর্তি মামলা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিচারপতির সংঘাতে হস্তক্ষেপ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। এদিন মামলার শুনানিতে এমবিবিএসে ভর্তি সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলা হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চ, ডিভিশন বেঞ্চ থেকে সরল সুপ্রিম কোর্টে। আগামী ৩ সপ্তাহ পর সর্বোচ্চ আদালতে মামলার পরবর্তী শুনানি। মামলার সব পার্টিকে

এরপর ৩ পাতায়

বন্দিদের উপর নজর রাখবে 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা'!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জেলের ভিতর বন্দিদের মাদক বা মোবাইল ফোন সরবরাহ করা, গোটা দেশের কারাগারগুলির সমস্যা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, অবৈধভাবে আনা এই মোবইল ফোনের মাধ্যমে জেলে বসেই বহাল তবিয়তে, বাইরে থাকা অপরাধীদের দিয়ে অপরাধ করিয়ে চলেছে কোনও অপরাধী। এবার এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির সাহায্য নিতে চলেছে পঞ্জাব।তবে, কারাগারে এআই প্রযুক্তি ব্যবহারে দেশের মধ্যে পঞ্জাব প্রথম রাজ্য নয়। এর আগেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে গুজরাটের ভদোদরা কারাগারে। বন্দীদের নজরদারি এবং জেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করতে

এরপর ৩ পাতায়

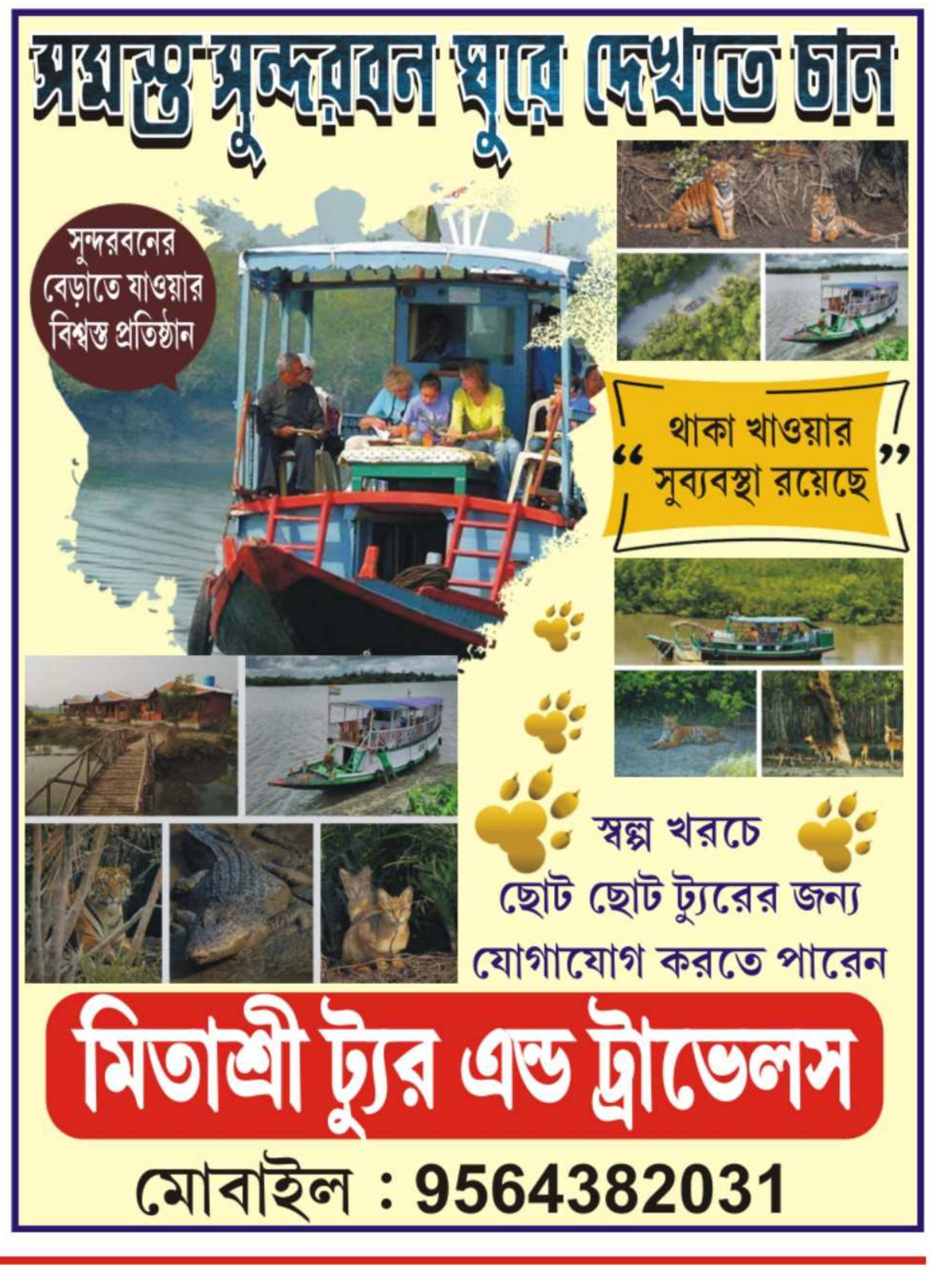

১-ম পাতার পর

লোকসভা নির্বাচনে হাসতে হাসতে জিতবে বিজেপি, ভবিষ্যদ্বাণী ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের

সরকারই।এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাতকারে তিনি জানান, লোকসভায় এনডিএ জোটের ক্লিন সুইপের সাক্ষী থাকবে দেশ। অর্থাত ২০১৯ লোকসভায় রেকর্ড অঙ্কে জয়ের পর এবারও বড়সড় জয়ের মুখ দেখতে চলেছে গেরুয়া শিবির। একদিকে, ইন্ডিয়া জোট ঘিরে জট বেড়েই চলেছে। সেখানে প্রশান্ত কিশোরের এহেন ভবিষ্যদ্বাণী বিরোধীদের আরও করে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিল। এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

১-ম পাতার পর

রাহুল সম্পর্কে অপশব্দ! শুভেন্দুর বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ কংগ্রেস, নিন্দায় সরব টিএমসি

রাহুল গান্ধী সম্পর্কে শুভেন্দুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, গত চার দিন ধরে একই প্রশ্ন করে যাচ্ছেন রাহুল গান্ধী, রাহুল গান্ধী। আমার তাঁকে ঘিরে কোনও আগ্রহ নেই। কে হরিদাস পাল? এরপরই অপশব্দ প্রয়োগ করেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, রাহুল স্টোভের উপর কয়লা রেখে চা গরম করার কথা বলেছেন। জীবনে এমন কথা শুনিনি। এরপরই প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুমন রায় চৌধুরী ও দলের মুখপাত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রায়গঞ্জ থানায় শুভেন্দুর নামে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁকে অবিলম্বে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে বলেও কংগ্রেসের তরফে দাবি করা হয়েছে। যা ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সুমন রায় চৌধুরী বলেন, ইন্ডিয়া জোটের প্রধান মুখ সম্পর্কে এ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা যে অসম্মানজনক মন্তব্য করেছেন তা দুর্ভাগ্যজনক। রাহুল গান্ধী সম্পর্কে সম্ভবত এমন নিম্ন রুচির ভাষা প্রয়োগ করতে কাউকে দেখা গেল। এরপর মানুষ কীভাবে বিজেপির আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে সেই প্রশ্নও তুলেছেন সুমন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শুভেন্দু ক্ষমা না চাইলে কংগ্রেস আদালতে যাবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন সুমন। রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা, অরূপ বিশ্বাস, ব্রাত্য বসু, বীরবাহা হাঁসদা থেকে শুরু করে সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার, তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভানেত্রী সায়নী ঘোষ, তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ-সহ অনেকেই শুভেন্দুর বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন।

১-ম পাতার পর

পুলিশকে 'হিংস্র নেকড়ের' সঙ্গে তুলনা শুভেন্দুর

আচরণের নিন্দা করছি। যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে, নিঃশর্ত মুক্তির দাবি করছি।' তৃণমূলকে বিঁধে শুভেন্দুর বক্তব্য, 'আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে এই ঘটনাগুলি ঘটানো হয়েছে। বিজেপি এর শেষ দেখে ছাড়বে।' পুলিশের ভূমিকাকে 'হিংস্র নেকড়ে'-র সঙ্গে তুলনা করছেন তিনি। শুভেন্দুর অভিযোগ, 'এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে খুঁজে খুঁজে, বেছে বেছে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের পেটানো হয়েছে।' লোকসভা ভোটের মুখে সোমবার বঙ্গ বিজেপির এক কর্মসূচির যৌথভাবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করার কথা ছিল বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। ব্যারাকপুরের ওই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন সুকান্ত। যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল আজ, তারপর আহত দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গেই রয়েছেন সুকান্ত। ফলে তিনি শুভেন্দুর সঙ্গে যৌথ কর্মসূচিতে থাকতে পারেননি। এদিন বিকেলে বঙ্গ বিজেপির কর্মসূচির ওই আনুষ্ঠানিক প্রকাশের সময় সুকান্তর না থাকার কারণ জানালেন শুভেন্দু। তখনই একইসঙ্গে কড়া ভাষায় নিন্দা করলেন পুলিশের।পুলিশের ভূমিকায় বিরক্ত শুভেন্দুর বক্তব্য, ব্যারাকপুরে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিকভাবে বিজেপির কর্মসূচি ছিল। বললেন, 'এই কর্মসূচিতে যা যা ঘটেছে, তা ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন। কোনও প্ররোচনা ছাড়াই হিংস্র নেকড়ের মতো পুলিশ শুধু জলকামান ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয়নি। জলকামানের পরে আমাদের কর্মী-সমর্থকরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, তখন এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে খুঁজে খুঁজে, বেছে বেছে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের পেটানো হয়েছে। ২৫-৩০ জন আহত হয়েছেন। ৬ জনকে ব্যারাকপুর হাসপাতাল থেকে কল্যাণী এইমসে স্থানান্তর করা হচ্ছে।'

২ পাতার পর

বন্দিদের উপর নজর রাখবে 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা'!

এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।সেখানকার সরকার কারাগারগুলিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত ক্যামেরা লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে, জেলের ভিতর মাদক হোক কি মোবাইল ফোন বা অন্য যো কোনও সন্দেহজনক বস্তু ক্যামেরায় ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এআই তা চিনে নেবে। অ্যালার্ম বাজিয়ে সতর্ক করবে জেল কর্তৃপক্ষকে। ফলে, বন্দিদের কাছে এই সকল বেআইনি জিনিস পাচার করা পুরোপুরি বন্ধ করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।প্রসঙ্গত, ২০২২-২৩ সালে, পঞ্জাবের বিভিন্ন জেল থেকে ৪,৭১৬টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতেই প্রযুক্তির সহায়তা নিচ্ছে সরকার। কারাগারে যাওয়া-আসার সময়, সকল ব্যক্তিদের ফুল বডি স্ক্যান করা হবে। আর কারাগারের ভিতর নজরদারি চালাবে এআই-এর চোখ। কারাগার বা বন্দিদের ব্যারাকে কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপ দেখলে, সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করবে এআই। এর জন্য পঞ্জাবের সমস্ত জেলে এআই-পরিচালিত সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থা স্থাপন করা হচ্ছে। প্রথমে পঞ্জাব পুলিশ হাউজিং কর্পোরেশন পঞ্জাবের আটটি জেলে এই ব্যবস্থা স্থাপন করছে। কারাগার প্রাঙ্গণ বা ব্যারাকের বাইরে থেকে ভিতরে বা আশেপাশে কোনও জিনিস যদি ছুড়েও দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে অ্যালার্ম বেজে উঠবে। এর ফলে, কারাগারের প্রত্যেক বন্দির উপর নজরদারির কাজ অনেক সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।এআই ক্যামেরা এবং বডি স্ক্যানার বসানোর জন্য ইতিমধেয়ই দরপত্র চেয়েছে পাঞ্জাব জেল পুলিশ প্রশাসন। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি এই প্রক্রিয়া শেষ হলে, ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হবে। আটটি জেলে ক্যামেরা এবং বডি স্ক্যানার বসাতে চার থেকে পাঁচ মাস সময় লাগবে। ৭ ফেব্রুয়ারি, পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে এই কাজের অগ্রগতি নিয়ে একটি প্রতিবেদন জমা দিতে হবে সরকারকে। এর পাশাপাশি, লুধিয়ানায় একটি নতুন হাই সিকিওরিটি জেল তৈরি করতে চলেছে পঞ্জাব পুলিশ। ইতিমধ্যেই এর কাজ শুরু হয়েছে। লুধিয়ানার গর্সিয়া কাদের বক্স গ্রামে তৈরি হচ্ছে এই জেল। বন্দিদের বিশেষ ব্যারাকে রাখা হবে। তাদের শুনানিও হবে কারাগার থেকেই। তার জন্য কারাগারে আধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত কক্ষ তৈরি করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক কলকাতা বই মেলাতে

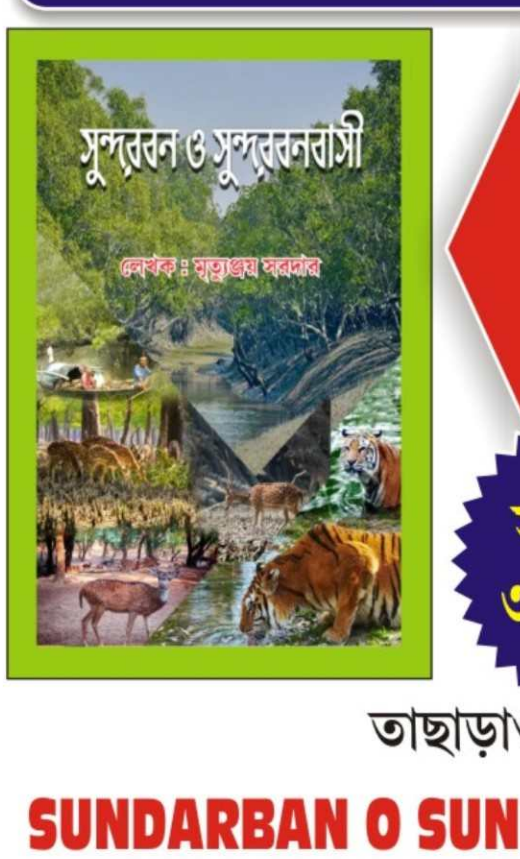

পাওয়া যাচ্ছে
সুন্দরবন ও সুন্দরবনবাসী
বইটি

স্টল নম্বর
৩৭৬/৪৩৫

তাছাড়াও

SUNDARBAN O SUNDARBANBASI
By
Mrityunjoy Sarder
Published by
UJJAL SAHITYA MANDIR & SARADIN
C-3 College Street Market
Calcutta-700007

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত', (১০৯ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ -

(দ্বিতীয় পর্ব)

ভারতের এমন এক বিষয় সম্পর্কে বলব যার ফলে অসুস্থ মানুষেরা উপকৃত হবেন, তাদের খানিক কষ্ট লাঘব হবে। আপনাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা চিকিৎসার জন্য আয়ুর্বেদ, সিদ্ধা বা ইউনানীর দ্বারস্থ হন। কিন্তু অসুবিধা তখন হয় যখন এই রোগীরা এই পদ্ধতির অন্য কোনো চিকিৎসক এর কাছে যান। এই চিকিৎসা পদ্ধতিগুলিতে রোগের নাম, চিকিৎসা পদ্ধতি, ওষুধের নাম, ইত্যাদি লেখার জন্য এক পরিভাষা ব্যবহার করা হয়না। প্রত্যেক চিকিৎসক তার নিজের মত করে রোগের নাম, চিকিৎসার পদ্ধতির বিবরণ লেখে, এর ফলে অন্য একজন চিকিৎসক এর পক্ষে সেটা সঠিক ভাবে বুঝতে অনেক ক্ষেত্রেই অসুবিধা হয়। বহু দশক ধরে চলে আসা এই সমস্যার সমাধান এখন পাওয়া গেছে। আমার এটা বলতে খুবই আনন্দ হচ্ছে যে আয়ুষ মন্ত্রক আয়ুর্বেদ, সিদ্ধা ও ইউনানী চিকিৎসার সমস্ত তথ্য ও শব্দাবলীর পর্যায়ভুক্ত করেছে। এই কাজে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও আমাদের সাহায্য করেছে। এই সম্মিলিত চেষ্টায় আয়ুর্বেদ, সিদ্ধা ও ইউনানী পদ্ধতিতে রোগের নাম ও চিকিৎসাতে ব্যবহার করা শব্দগুলির পড়ফরহম করে দেওয়া হয়েছে।

এই coding-এর সাহায্যে সব ডাক্তার নিজেদের prescription-এ একরকম ভাষা লিখবেন। এর সুবিধে হল যখন আপনি এই প্রেসক্রিপশন নিয়ে অন্য ডাক্তারের কাছে যাবেন, তখন সে আপনার রোগের আগের সমস্ত তথ্য পেয়ে যাবে। আপনার কি রোগ, তার কি বৃত্তান্ত, কবে থেকে চিকিৎসা চলছে, কি কি ওষুধ দেওয়া হয়েছে, কোনো allerg আছে কিনা যাবতীয় বিবরণ prescription-এর কাগজ থেকে পাওয়া যাবে। এর আরো একটা সুফল তারা পাবেন যারা ৎবংবধৎপয এর কাজে যুক্ত। অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরাও অসুখ, ওষুধ ও তার প্রভাব, সবকিছু সম্পর্কে তথ্য পেয়ে যাবেন। যত research বাড়বে, আরো বিজ্ঞানীরা এর সাথে যুক্ত হবেন, এই চিকিৎসা পদ্ধতি আরো উন্নত হবে, আরো সুফল দেবে। মানুষের এই দিকে ঝোঁক বাড়বে। আমার বিশ্বাস Ayush পদ্ধতীর সাথে যুক্ত আমাদের চিকিৎসকেরা খুব শীঘ্রই এই coding-কে গ্রহণ করবেন।

আমার বন্ধুরা, যখন আয়ুষ পদ্ধতিতে চিকিৎসার কথা বলি, তখন আমার চোখের সামনে ইয়ানুং জামোহ ল্যাইগোর ছবিও ভেসে উঠছে। সুশ্রী ইয়ানুং অরুণাচল প্রদেশে থাকেন এবং হার্বাল ঔষুধির বিশেষজ্ঞ। উনি আদি জনজাতির ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য অনেক কাজ করেছেন। এই অবদানের জন্য তিনি এইবছর পদ্ম সম্মানও পেয়েছেন। একইভাবে এইবছর পদ্মসম্মান পেয়েছেন ছত্তিশগড়ের হেমচাঁদ মাঝিও। বৈদ্যরাজ হেমচাঁদ মাঝি আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে মানুষের চিকিৎসা করেন। ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা করছেন প্রায় ৫ দশকেরও বেশি সময় ধরে। আমাদের দেশে আয়ুর্বেদ এবং হার্বাল মেডিসিনের যে সম্পদ লুকিয়ে আছে, সেগুলোর সংরক্ষণে সুশ্রী ইয়াং এবং হেমচাঁদ মাঝির মত মানুষদের বড় ভূমিকা আছে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, 'মন কি বাত'-এর মাধ্যমে আপনাদের এবং আমার মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তা এক দশকেরও বেশি পুরনো। সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইন্টারনেটের যুগেও, রেডিও সম্পূর্ণ দেশকে জুড়ে করে রাখার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। রেডিওর শক্তি কতটা পরিবর্তন আনতে পারে, তার এক অনন্য উদাহরণ ছত্তিশগড়ে দেখতে পাওয়া গেছে। এইখানে গত ৭ বছর ধরে রেডিওতে একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে, যার নাম 'হমর হাতি-হমর গোঠ'। নামটি দেখে আপনি ভাবতে পারেন রেডিও এবং হাতির মধ্যে আবার কী connection হতে পারে। কিন্তু এটাই রেডিওর বিশেষত্ব। ছত্তিশগড়ে আকাশবাণীর চারটি কেন্দ্র- অম্বিকাপুর, রায়পুর, বিলাসপুর এবং রায়গড় থেকে এই অনুষ্ঠানটি প্রতি সন্ধ্যায় সম্প্রচার করা হয় এবং আপনি জেনে অবাক হবেন যে ছত্তিশগড়ের জঙ্গল এবং তার আশেপাশের এলাকায় বসবাসকারী লোকেরা এই অনুষ্ঠানটি খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে।

'হমর হাতি-হমর গোঠ' এই অনুষ্ঠানে বলা হয় হাতির দল কোন এলাকা দিয়ে যাতায়াত করছে। এই তথ্য এই এলাকার বাসিন্দাদের জন্য খুব প্রয়োজনীয়। যেই বাসিন্দারা রেডিওর মাধ্যমে হাতির দলের খবর পান, ওঁরা সতর্ক হয়ে যায়। যে রাস্তায় হাতির দল ঘোরে, সেইসব রাস্তায় যাওয়ার কোনো আশঙ্কা থাকেনা। এইভাবে একদিকে যেমন হাতির দলের থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা কমে যায়, তেমনই হাতি সম্পর্কে data সংগ্রহে সহায়তা করে। এই data ভবিষ্যতে হাতি সংরক্ষণেও সাহায্য করবে। এখানে হাতি সংক্রান্ত তথ্যও social media এর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে জঙ্গলের আশেপাশে বসবাসকারী মানুষদের জন্য হাতিদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সহজ হয়ে গেছে। ছত্তিশগড়ের এই অনন্য উদ্যোগ এবং অভিজ্ঞতার সুবিধা দেশের অন্য বনাঞ্চলে বসবাসকারী লোকেরাও নিতে পারে।

আমার প্রিয় দেশবাসী এই ২৫শে জানুয়ারি আমরা সকলেই 'ন্যাশনাল ভোটারস ডে' পালন করেছি। এটা আমাদের গৌরবময় গণতন্ত্রের ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে এক বিশেষ দিন। এখন এই দেশে প্রায় ৯৬ কোটি ভোটদাতা আছে। আপনারা জানেন? যে এই পরিসংখ্যান কতটা বড়? আমেরিকার সম্পূর্ণ জনসংখ্যার থেকেও প্রায় তিন গুণ বেশি। এটা সম্পূর্ণ ইউরোপের জনসংখ্যার থেকেও প্রায় দেড় গুণ বেশি। যদি ভোটদান কেন্দ্রের কথা বলি তাহলে দেশে আজ তার সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১০ লাখ। ভারতের প্রত্যেক নাগরিক যাতে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার ব্যবহার করতে পারে, এর জন্য আমাদের নির্বাচন কমিশন এমন জায়গাতেও পোলিং বুথ তৈরি করেন যেখানে হয়তো একজন মাত্র ভোটার রয়েছেন। আমি নির্বাচন কমিশনের বিশেষ প্রশংসা করতে চাই যারা দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যকে শক্তিশালী করার জন্য অনবরত চেষ্টা করে চলেছেন।

বন্ধুরা, বর্তমানে দেশের জন্য এটা খুবই উৎসাহের কথা

ক্রমশঃ

২ পাতার পর

অভিষেকের নালিশের পরও বিচারপতি গাঙ্গুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল না সুপ্রিম কোর্ট

আদালতে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় মেডিক্যালে দুর্নীতি মামলায় যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের কাছে মামলার অনুমতি চেয়েছিল রাজ্য। এদিন সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের তরফে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চে শুনানির বিরুদ্ধে সওয়াল করা হয়। বিচারপতির নাম উল্লেখ না করেই রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বল বলেন, "সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি পদযাত্রায় যাচ্ছেন।"

শুধু তাই নয়, পাশাপাশি একক বেঞ্চে মামলা থেকে গেলে ফের একই ঘটনা ঘটবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন রাজ্যের আইনজীবী। ওদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী বলেন, অতীতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ থেকে একটি মামলা সরিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তবে এতকিছুর পরও তিনি 'অবাঞ্ছিত' মন্তব্য করেই চলেছেন। তবে বিচারপতির ব্যাপারে কোনওরকম হস্তক্ষেপও করতে চাইল না সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে পাঁচ জন বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চ এই বিষয়ে জানায়, এটা সম্পূর্ণই কলকাতা হাইকোর্টের বিষয়। কলকাতা উচ্চ আদালতের ব্যাপারে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের প্রশাসনিক অধিকার রয়েছে। কিছু পদক্ষেপ করার হলে তিনিই করবেন।

এদিন অভিষেকের আইনজীবী বলেন, এই মামলার সূত্রে তার মক্কেলের নাম বারবার টানা হচ্ছে। কোনও প্রসঙ্গ ছাড়াই বিচারপতি গাঙ্গুলি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে নানান মন্তব্য করছেন। তাকে বিরত করা হোক। তবে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট।

২ পাতার পর

মাত্র ৩ মিনিটেই ২৮টা ফোন কল, ইডির ওপর হামলার আগে কাকে কাকে ফোন করেছিল শাহজাহান?

কেন্দ্রের অর্থ বরাদ্দ কার্যত অনিশ্চিত হওয়ায় যাতে উন্নয়ন ব্যাহত না হয় আর যাতে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ না হন তার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাজ্যের আয় বাড়িয়ে বিভিন্ন দফতরের বাজেট বৃদ্ধির পথে হাঁটা দিয়েছে। ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে সেই সূত্রেই রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের বাজেট প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা বাড়তে চলেছে। গ্রামীণ এলাকার রাস্তাঘাট, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা ইত্যাদি নানা কাজ করা হয় রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের মাধ্যমে। আবার রাজ্যের মোট বাসিন্দাদের প্রায় ৬০ শতাংশই বসবাস করেন পঞ্চায়েত এলাকায়। তাই ভোটের কথা মাথায় রেখেও এই বাজেট বাড়ানোর সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। রাজ্যের অন্যান্য দফতরের বাজেটের একটা বড় অংশ কর্মীদের বেতন দিতেই চলে যায়। সেখানে এই দফতরের মোট বরাদ্দের প্রায় ৯০ শতাংশ টাকাই উন্নয়নমূলক কাজে খরচ করা হয়।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০২৯ সংখ্যা ৩০ জানুয়ারী, ২০২৪ মঙ্গলবার ১৫ মাঘ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি; বলছে চোর চোর, এতবড় সাহস!

বামেদের পাশাপাশি বিজেপিকেও নিশানা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ৩৪ বছরের বাম শাসনে কোচবিহার ছিল অবহেলিত। আর গত কয়েক বছর তৃণমূল সরকারের আমলে কোচবিহারের জন্য কিছু করতে বাকী রাখেনি তৃণমূল সরকার। সোমবার কোচবিহারে সরকারি পরিষেবা প্রদান ও একগুচ্ছ প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে এমনটাই বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজবংশী, কামতাপুরী ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে কে, উদ্বাস্তু কলোনীতে পাট্টা দিয়েছে কে, মতুয়া ঠাকুর বাড়ি করে দিয়েছে কে, জল্পেশ মন্দির করে দিয়েছে কে? আর ওরা মণিপুরে ২০০ চার্চ পুড়িয়ে দিয়েছে। আর মহিলাদের উপরে অতয়াচার করেছে। বড়দিনের ছুটি বাতিল। নেতাজির জন্মদিনে একটা জাতীয় ছুটি দেয়নি। আমি রামায়ণ, মহাভারত মানি, কোরান মানি। আমার বাড়িতে দুইজন তপসিলি মেয়ে রয়েছে। আমার বাড়িতে খায়। আমি ভোটের সময় নাটক করে কোনও তপসিলি বাড়িতে খাই না। ১৫ লাখ টাকা দেওয়া হবে বলে শেষপর্যন্ত জিরো হয়ে গেল। ওসব আমি করি না। ডালখোলা থেকে কোচবিহার একটা নতুন ইকোনমিক করিডোর হচ্ছে। এতে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে।বলেন, এই যে আগেরবারে বিজেপির সাংসদ এখান থেকে জিতেছে, কী করেছে? কিছুই করেনি। আমি করে দিলাম এয়ারপোর্ট। আর বাবু প্লেনে চড়ে এসে বলছে আমি করেছি। যখন রেল মন্ত্রী ছিলাম তখন কোচবিহারের নতুন রেল স্টেশন কে করেছিল? যোগীগোপা ময়নাগুড়ি ভায়া কোচবিহারে লাইন কে করেছিল? চাংড়াবান্ধা, মালবাজার, জলপাইগুড়ি স্টেশন করেছিল? এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে চলবে? এরা তো একটা ঘাস পুঁতেও দেখায়নি।গত লোকসভা ভোটে বিজেপি নেতাদের মুখে ছিল মানুষের ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেওয়ার কথা। এনিয়ে মমতা বলেন, দেখবেন এরা টিভিতে বলছে আমরা ঘর ঘর জল পৌঁছে দিয়েছি। আপনারা কত টাকা দিয়েছেন? মাত্র ২৫ শতাংশ। বাকী ৭৫ শতাংশ আমরা দিয়েছি। তাহলে দিলটা কে বেশি? জমি নিনে দিচ্ছি, দেখভাল করছি আমরা, তৈরি করছি আমরা আর দালালি করে টিভিতে বিজ্ঞাপণ দিয়ে বলছে আমরা করছি। আমাদের বাবা-মা শিখিয়েছে সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। আমি তপসিলি মেয়েদের সঙ্গে নেচেছি। ওদের সঙ্গে মিশেছি। আমাদের শেখাতে হয় না। আমাদের হাতের ৫টি আঙুল আছে। কোনওটা ছোট, কোনওটা বড়। একশো জনের মধ্যে ৫ জন যদি খারাপ কাজ করে তাহলে তার দায় দল নেবে না। আইন আইনের পথে চলবে। আমি যাচ্ছি রাস্তা দিয়ে, বলছে চোর চোর। এতবড় সাহস! ডাকাতের ডাকাত ওরা। ভারতকে লুট করেছে, বাংলাকে লুট করেছে। কারও পয়সায় চা পর্যন্ত খাই না। মিথ্যে কথা বলার জন্য জিভ খসে পড়বে।

১০০ দিনের কাজের,বকেয়া টাকা না-পেলে ধর্নায় বসার দিনও ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ১০০ দিনের কাজ, আবাস ও সড়ক যোজনার বকেয়া টাকা দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে সময়সীমা বেঁধে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়ে দিলেন, যদি ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কেন্দ্র বাংলাকে বকেয়া টাকা না-দেয়, তা হলে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি নিজে ধর্নায় বসবেন। তবে মমতা কোথায় ধর্না দেবেন, কলকাতায় না কি দিল্লিতে, তা স্পষ্ট করে বলেননি।কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক নভেম্বরে সেই আন্দোলন হয়নি। গত ২০ ডিসেম্বর সাংসদদের নিয়ে মমতা গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে ঠিক হয়েছিল, কেন্দ্র ও রাজ্যের অফিসারেরা বসে হিসেব ও বকেয়া নিয়ে আলোচনা করবে। কিন্তু সেই বৈঠক হলেও সোমবার পর্যন্ত জট কাটেনি। তার মধ্যেই মমতা কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়ে দিলেন। মমতা সোমবার এ-ও জানিয়েছেন, ১০০ দিনের কাজের শ্রমিক, যাঁরা কাজ করেও মজুরি পাননি তাঁদের সঙ্গে এবং ১১ লক্ষ মানুষ যাঁদের আবাস যোজনার টাকা আটকে রয়েছে তাঁদের নিয়ে সভা করবেন। তার পর পরবর্তী ধাপে কী হবে সেই কর্মসূচি ঘোষণা করবেন।রাজ্য সরকারের উত্তরবঙ্গের সচিবালয় উত্তরকন্যার সামনে সোমবার সরকারি পরিষেবা প্রদান কর্মসূচি ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। সেখানেই তিনি বলেন, ''১ তারিখ (ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত অপেক্ষা করব। সাত দিন টাইম দিয়েছি। আমাদের টাকা ফিরিয়ে দাও। মানুষ ঘর পাবেন না, নিজের পরিশ্রমের টাকা পাবেন না, আর তোমরা অট্টালিকায় থাকবে এটা হবে না। এটা আমি বরদাস্ত করব না। টাকা না-পেলে যা করার করব।'' মমতা আরও বলেন, "১০০ দিনের বকেয়া টাকা না-দিলে ২ তারিখ থেকে আমি নিজে ধর্নায় বসব।"

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

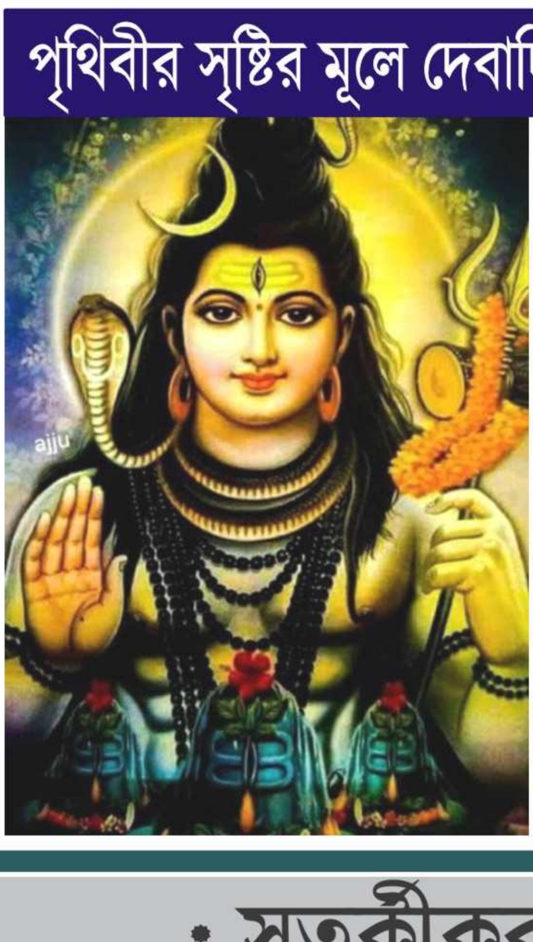

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শিব জীবনের বিভিন্ন সময়ে পার্বতীকে এমন অনেক মূল্যবান কথা বলেছিলেন যা আজও অনেকেরই অজানা।তবে আমরা এটা সবাই জানে তেত্রিশ কোটি দেবতার একেক জনের একেক রকমের বেশ। তবে এর মধ্যে শিব ঠাকুরের পোশাক কিন্তু বেশ 'ইউনিক'। বাঘছালকে পোশাক হিসেবে পরতে দেখা যায় একমাত্র তাঁকেই। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

হিন্দুধর্ম ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তম তথা একটি দেশীয় ধর্মবিশ্বাস। হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ স্বীয় ধর্মমতকে সনাতন ধর্ম নামেও অভিহিত করেন।হিন্দুধর্ম বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ধর্ম তবে হিন্দু নামটি আধুনিকালের দেওয়া। এর প্রাচীন নাম হল সনাতন ধর্ম। আবার এই ধর্ম বৈদিক ধর্ম নামেও পরিচিত। এই ধর্ম বেদ এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এ ধর্মতত্ত্বের মূল কথা হল ঈশ্বরের অস্তিত্বেই সকল কিছুর অস্তিত্ব এবং সকল কিছুর মূলেই স্বয়ং ঈশ্বর। হিন্দুধর্মের সাধারণ "ধরনগুলির" মধ্যে লৌকিক ও বৈদিক হিন্দুধর্মথেকে বৈষ্ণবধর্মের অনুরূপ ভক্তিবাদী ধারার মতো একাধিক জটিল মতবাদগুলির সমন্বয়ের এক প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়।যোগ, কর্মযোগ ধারণা, ও হিন্দু বিবাহের মতো বিষয়গুলিও হিন্দুধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।তাই সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম বিস্তার লাভ করেছে। কাল খন্ডে অনেক মহাপুরুষ এই পৃথিবীর বুকে তাদের নানান মতবাদ প্রচার করে গেছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ধর্ম হচ্ছে এই হিন্দু ধর্ম। হিন্দু ধর্মকে কেও ধর্ম বলে তো কেউ জীবনের পথ। আজ এসম্পর্কেই বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।সেই কারনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন মানুষের কর্মই সমাজে তার শ্রেণী নির্বাচন করে। কিন্তু ধীরে ধীরে সময়ের সাথে কিছু অসাধু মানুষ জন্মের ভিত্তিতেই এই শ্রেনী নির্বাচন শুরু করে। একটা সময় ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল। ঠিক এমন সময়ে অষ্টম শতকে হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরনের কাজ শুরু করে আদি শঙ্করাচার্য। বলা হয় তিনি ভগবান শিবের অবতার। আদি শঙ্করাচার্য ভারত ভ্রমন করে বিভিন্ন প্রান্তে চারটি গুরুত্বপূর্ণ মঠ তৈরি করেন যেমন দক্ষিনে শ্রীঙ্গিরে সারদা মঠ, পশ্চিমে দ্বারকায় কালিকা মঠ, উত্তরে বদ্রীনাথের কাছে যোশীমঠ এবং পূর্বে পুরীতে গোবর্ধন মঠ। একে হিন্দু ধর্মের চার ধাম বলা হয়। এভাবে যুগে যুগে বিভিন্ন মহাত্মা দ্বারা হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণ চলতেই থাকে, বারো শতক থেকে ১৮ শতক পর্যন্ত। হিন্দু ধর্মে এটা বলা হয়েছে যখনই ধর্ম সংকট উপস্থিত হয়েছে তখনই ইশ্বর কোনও না কোনও রুপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন।যদি বলা হয় হিন্দু ধর্মের উতপত্তি কবে তাহলে এর কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না, এতটাই প্রাচীন এই ধর্ম। ঐতিহাসিকদের মতে আনুমানিক ৯০,০০০ বছরেরও পুরোনো তবে বেদ, উপনিষদ অনুযায়ী হিন্দু ধর্ম কয়েক লক্ষ বছরের পুরোনো, সুতরাং হিন্দু ধর্ম এতটাই প্রাচীন ধর্ম যার আদি খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। গোটা বিশ্ব জুড়ে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ধর্ম হিন্দু ধর্মের অনুসারী সংখ্যা প্রায় ১০০ কোটি যার ৯০ শতাংশই ভারতে বসবাস করে। প্রাচীন হিন্দু ধর্মের মূল ভাষা ছিল সংস্কৃত যাকে দেবতাদের ভাষাও বলা হয়। প্রোটো ইন্দো আরিয়ান এবং প্রোটো ইন্দো ইউরোপীয়ান ভাষার উতপত্তিও সংস্কৃত ভাষা থেকেই বলে মনে করা হয়। ইংরেজি ভাষায় হিন্দু ধর্ম কথাটি প্রথম চালু হয় উনবিংশ শতকে।

আচ্ছা সেই থেকে যে এতক্ষন হিন্দু ধর্ম বলছি আসলে হিন্দু ধর্ম নামকরন অনেক পরে হয়েছে এই ধর্মের আসল নাম সনাতন ধর্ম। এবার জানা যাক হিন্দু নামের কারন। উত্তর পশ্চিম ভারতে একটি বিখ্যাত নদী হচ্ছে সিন্ধু। যখন পারস্য জাতির লোকেরা ভারতে প্রবেশ করে তারা এই স উচ্চারন করতে পারত না, তারা স কে হ বলত। সেই হিসাবে এই নদীকে হিন্দু বলত এবং এখানকার ভূমিকে হিন্দুস্তান বলত এবং এর আশেপাশের মানুষদের হিন্দু বলত। এভাবে ছয় শতকে প্রথম হিন্দু শব্দের উতপত্তি ঘটে পার্সিয়ানদের দ্বারা এবং মোটামুটি ১৩ শতকে ভারতের নাম হিন্দুস্তান হয়ে যায়। প্রথমে হিন্দু বলতে কোন বিশেষ ধর্মের লোকেদের বলা হতনা বরং ভারতী ভূমির সকল মানুষকে বোঝানো হত। পরে সপ্তম শতকে সর্বপ্রথম হিন্দুইজমের উল্লেখ পাওয়া যায় (যদিও একাধিক মতান্তর রয়েছে একাধিক ঐতিহাসিকবিদের মতে) একটি চাইনিজ বই রেকর্ড অফ দি ওয়েস্টার্ন রিজিয়নে। অনেকে আবার এটাও বলেন ১৮১৬ - ১৭ সালে রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রথম এর উল্লেখ করেন।

১৮৩০ সাল থেকেই ব্রিটিশ কলোনীর মধ্যেই একদল ভারতী নিজেদের আলাদা প্রমান করবার জন্যই হিন্দু বলে নিজেদের পরিচয় দিতে শুরু করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রন্থ শ্রী চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরনামিত তে হিন্দু ধর্মের উল্লেখ করা হয়েছে, মূলত অন্য ধর্মের মানুষদের থেকে আলাদা বোঝাতেই সনাতন ধর্মের লোকেদের হিন্দু বলা হত। এটা তো গেল হিন্দু ও হিন্দুইজমের উতপত্তির কারন। এবার যেটা প্রধান জিজ্ঞাসা থাকে, হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি কীভাবে হল? হিন্দু ধর্ম কারও একজনের দ্বারা তৈরি হয়নি। সিন্ধু সভ্যতায় ভগবান শিবের পশুপতি রুপ, পৃথিবী মায়ের মূর্তি, স্বস্তিকা চিহ্ন পাওয়া গেছে সুতরাং তখনও হিন্দু ধর্ম ছিল। সাধারণ ভাবে হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি বলতে বৈদিক কাল থেকেই মনে করা হয়। কিন্তু হিন্দু বা সনাতন ধর্মের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ বেদ যেখানে সময়কে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি।

কাল হিসাবে একেকটি যুগ কয়েক লক্ষ বছর অবধি স্থায়ী থাকে। এখন কলি যুগ চলছে, এই হিসাবে সত্য যুগ থেকে এখন অন্তত ২৮-৩০ লাখ সাল অতিক্রম হয়েছে। আবার গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণই বলেছেন গীতার জ্ঞান তিনি সর্বপ্রথম সূর্যদেব বিবস্বানকে দিয়েছিলেন বারো কোটি বছর আগে। সুতরাং হিন্দু ধর্মের উতপত্তি কবে এবং কে করেছিল সেটা খুঁজতে গেলে সারা জীবন লেগে যাবে তবুও হয়ত জানা যাবে না। হিন্দুইজমের চারটি মূল মতবাদ হচ্ছে কর্ম, আত্মা, পুনর্জন্ম ও মুক্তি। হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করা হয় প্রত্যেক জীবিত প্রানীর মধ্যেই আত্মা আছে যা মৃত্যুর সময় শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। কর্মকে হিন্দু ধর্মে সবচেয়ে উচ্চ মানা হয়েছে, কারন মানুষ এজীবনে যা কর্ম করে তার ফল ভোগের জন্য তাকে নতুন শরীর ধারন করতে হয়, এখান থেকেই পুনর্জন্মের কথা এসেছে অর্থাত আত্মা শরীর ছেড়ে দেওয়ার পর আবারও নতুন শরীর ধারন করে এভাবে চক্রাকারে চলতেই থাকে। এভাবে কোনও এক জন্মে কর্ম বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়ে আত্মা পরমাত্মায় মিশে যায় একেই মুক্তি বলা হয়েছে। হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ বেদ অনুযায়ী ইশ্বর নিরাকার, যার কোনও আকার নেই কিন্ত ইশ্বর বা পরম শক্তি যাকে নিরাকার ব্রহ্মা বলা হয়, মানুষের কল্যানে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে আসেন পৃথিবীতে।

হিন্দু ধর্মে প্রধানত তিনজন প্রধান ভগবানের কথা বলা হয়েছে, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালন কর্তা এবং মহাদেব ধ্বংস কর্তা। হিন্দু ধর্মে নারীদের দেবী রুপে পূজা করা হয় প্রাচীন কাল থেকেই। যেমন দেবী দুর্গা, কালী, লক্ষী, সরস্বতী। শুধু তাই নয় হিন্দু ধর্মে প্রকৃতি ও জীবকেও পূজা করা হয় কারন বিশ্বাস করা হয় সমস্ত জীবের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। হিন্দু ধর্মে কোন নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ নেই। আসলে এই ধর্ম এতটাই প্রাচীন যে বিশ্বাস করা হয় বেদই হিন্দুদের প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ যা দেবতারা মানুষদের দিয়েছিল। বেদের চারটি ভাগ ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। এই প্রতিটি বেদ আবার চার ভাগে বিভক্ত সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। এছাড়া রামায়ন, মহাভারত, ভগবত গীতা ও পুরান কে হিন্দু ধর্মের প্রধান গ্রন্থ হিসাবে মানা হয়। হিন্দু ধর্মে তিনটি প্রধান ভাগ আছে। বৈষ্ণব যারা ভগবান বিষ্ণু ও তার তার দশ অবতারের পুজো করে, শৈব যারা শিবের উপাসনা কর, শাক্ত যারা দেবী শক্তি বা মা কালীর উপাসনা করে। কিন্তু হিন্দু ধর্মের এই সমস্ত ভাগের মানুষদের মধ্যে কোন ঝামেলা নেই কারন সহ্যশক্তি হচ্ছে হিন্দু ধর্মের প্রধান ভিত্তি।

এতো গেল হিন্দু ধর্মের উতপত্তি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের কথা এবার জানা যাক হিন্দু ধর্মের সামাজিক জীবন সম্পর্কে। ঋগ্বেদের পুরুষোক্ত থেকে জানা যায় সমাজের বনাশ্রম প্রথার কথা। বেদে সমাজকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। সত, ধার্মিক ব্যাক্তিকেই ব্রাহ্মন বলা হয়, যারা মানুষকে বিপদ থেকে ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

বড় পর্দায় ফিরছেন প্রীতি জিনতা

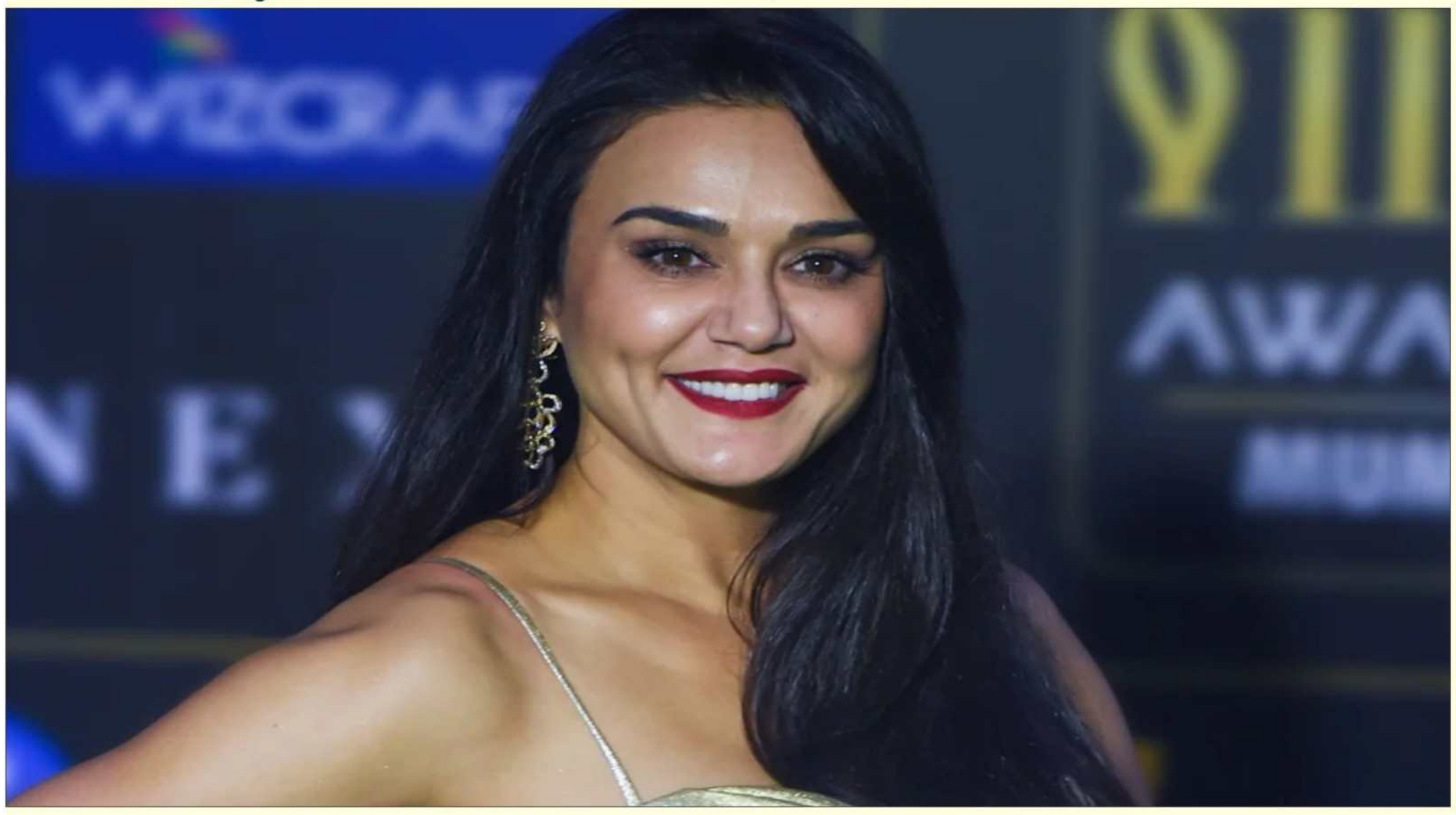

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিরতি কাটিয়ে ফের বড় পর্দায় ফিরছেন বলিউড অভিনেত্রী প্রীতি জিনতা। শোনা যাচ্ছে, আমির খানের প্রযোজনায় 'লাহোর ১৯৪৭' শিরোনামের সিনেমায় সানি দেওলের বিপরীতে অভিনয় করতে যাচ্ছেন প্রীতি। নব্বইয়ের দশকের শেষ থেকে নতুন দশকের শুরুর দিকে বলিউডের জনপ্রিয় ও প্রথম সারির নায়িকাদের মধ্যে ছিলেন প্রীতি জিনতা। সানি দেওলের সঙ্গেও বেশ কিছু সিনেমায় কাজ করেছেন প্রীতি।

'দ্য হিরো : লাভ স্টোরি অব এ স্পাই' ছিল সানি ও প্রীতি জুটির অন্যতম হিট চলচ্চিত্র। এছাড়া রয়েছে 'ফার্জ' এবং 'ভাইয়াজি সুপারহিট'র মতো সিনেমায় জুটি বেঁধে কাজ করেছেন দু'জন। একাধিক ভারতীয় প্রতিবেদন অনুসারে, বুধবার লুক টেস্ট করতে গিয়েছিলেন প্রীতি। এদিন প্যাস্টেল গোলাপি সালোয়ার স্যুট পরিহিত প্রীতিকে স্টুডিও থেকে বের হতে দেখা যায়। এর পর থেকেই তীব্র গুঞ্জন চলছে যে সানি দেওলের সিনেমায় অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত অভিনেত্রী। এর আগে, 'লাহোর ১৯৪৭'-এ কাজের বিষয়ে মুখ খুলেছিলেন সানি দেওল। করণ জোহরের 'কফি উইথ করণ'-এ এসে সানি বলেন, আমির খান 'গাদার ২'-এর সাকসেস পার্টিতে এসেছিলেন। তখনই উনি বলেন যে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। পরের দিনই আমরা দেখা করি। আমরা একসঙ্গে বেশ কিছু কাজের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করি। আর শেষ পর্যন্ত লাহোর ১৯৪৭ ছবির কাজের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়।

'হিরোইনদের বয়স বাড়লে একটু ভয় লাগে'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ওপার বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখার্জী। তিনি সব সময়ই তার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে স্পষ্টভাষী। এবার এই অভিনেত্রী নিজের বয়স নিয়ে কথা বললেন। স্বস্তিকা বলেন, 'আমার ৪৩ বছর বয়স হয়েছে, এমনিতেই বয়স বাড়লে একটু ভয় লাগে। মন খারাপ লাগে এই ভেবে যে, মনে হয় মানুষের ভালোবাসা বুঝি এই একটু কমে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে এসে সেই ধারণাটা আমার মন থেকে মুছে গেছে।'

সম্প্রতি ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ নিতে বাংলাদেশে এসেছেন তিনি। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মিলনায়তনে ছিল তার নতুন ছবি 'বিজয়ার পরে'র প্রদর্শনী। যেখানে হাজির ছিলেন স্বস্তিকা। সেখানেই সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে স্বস্তিকা বয়স নিয়ে কথা বলেন।

ঢাকার দর্শকদের প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে এসময় স্বস্তিকা আরও বলেন, 'সারা বছর ধরে সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনারা যে ভালোবাসা দেন, এটা আমার জন্য বিশাল প্রাপ্তি। ঢাকায় এসে যেখানেই যাচ্ছি, এতো ভালোবাসা পাচ্ছি, এতো উন্মাদনা দেখছি।' তিনি জানান, 'ফেসবুকে ঢাকার দর্শকদের অনেকেই বলেছিলেন, 'বিজয়ার পরে' ছবিটি প্রদর্শনীর সময় যেন বাংলাদেশি শাড়ি পরে আসি। দেখুন, আমি বাংলাদেশে শাড়ি পরেই আসলাম। আপনাদের সবাইকে ভালোবাসা।'

কথা রাখতে ক্যানসারজয়ী ভক্তের কাছে ছুটে গেলেন সালমান!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ক্যানসারে আক্রান্ত নিজের ৪ বছর বয়সী ভক্তকে কথা দিয়েছিলেন সালমান খান, বলেছিলেন- ক্যানসার সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হলে তার সঙ্গে আবারও দেখা করবেন। বলিউড ভাইজান অভিনয়, ব্যক্তিজীবনের নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও সে কথা ভুলেননি। দীর্ঘ কয়েক বছরের লড়াই শেষে ক্যানসারকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন খুদে জগনবীর। বর্তমানে এই শিশুর বয়স ৯ বছর। ২০১৮ সালে মুম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল সেন্টারে জগনবীরের সঙ্গে দেখা করেন সালমান। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ৪ বছর। সে সময়েই সালমান তার খুদে ভক্তকে কথা দিয়েছিলেন, ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াইয়ে জয়ী হলে আবার দেখা করবেন তিনি। ভক্তকে দেওয়া সেই কথা রেখেছেন ভাইজান। জগনবীরের ক্যানসার জয়ের খবরে গত ডিসেম্বরে তার সঙ্গে দেখা করে এসেছেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে জগনবীরের মা সুখবীর কৌর জানান, মাত্র ৩ বছর বয়সে তার ছেলের চোখের দৃষ্টি হঠাৎই ঝাপসা হতে শুরু করেছিল। তারপর জানা যায়, ব্রেনে থাকা একটা ছোট্ট টিউমারের জন্য এমনটা হচ্ছে। এই অবস্থায় সেখানকার চিকিৎসকরা জগনবীরের মা-বাবাকে পরামর্শ দেন তারা যেন দিল্লি বা মুম্বাইয়ে নিয়ে গিয়ে ছেলের চিকিৎসা করান। এরপর বাবা পুষ্পিন্দর ঠিক করেন মুম্বাই আসার। কিন্তু জগনবীর জানতেন, তাকে মুম্বাইয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সালমান খানের সঙ্গে দেখা করাতে। সুখবীর জানান, ছেলের এত উৎসাহ দেখে তিনি আর আসল সত্য ফাঁস করেননি। এরপর সে হাসপাতালে ভর্তি হলে, একটি ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছিল, যেখানে সে সালমান খানের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করে। আর সেই ভিডিও পৌঁছেও গিয়েছিল অভিনেতার কাছে। নিজের খুদে ভক্তকে দেখতে এরপরই হাসপাতালে ছুটে যান সালমান। দেখা করেন জগনবীরের সঙ্গে। সালমানের মুখ আর আর তার হাতের ব্রেসলেট ছুঁয়ে জগনবীর নিশ্চিত হন তাকে দেখতে আসা মানুষটা সালমান। প্রায় ৫ বছর পর আবারও হাসপাতালে গিয়ে ক্যানসার জয়ী এই শিশুর সঙ্গে দেখা করে এলেন এই অভিনেতা।

জগনবীরের মা সুখবীর আনন্দের সঙ্গে জানান, তার ছেলে এখন অনেক সুস্থ। ৯৯ শতাংশ দৃষ্টিশক্তিও ফিরে পেয়েছে। এখন সে স্কুলেও যাচ্ছে।

ভারতের 'পদ্মশ্রী' সম্মাননা পাচ্ছেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বেসামরিক সম্মাননা 'পদ্মশ্রী'-তে ভূষিত হলেন বাংলাদেশের বরেণ্য রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। বৃহস্পতিবার ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক প্রেস নোটে এবার পদ্ম পুরস্কারের জন্য মনোনীতদের নাম প্রকাশ করেছে।

এ বছর পদ্ম বিভূষণ, পদ্ম ভূষণ ও পদ্মশ্রী' এই তিন ক্যাটাগরিতে ১৩২ জন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হবে।

রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা সঙ্গীতচর্চায় শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন এবং আশীষ বন্দ্যোপাধায়ের মতো সঙ্গীতজ্ঞদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তিনি 'সুরের ধারা' নামের একটি সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করেন।

এ পর্যন্ত বহু অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে বন্যার। এর মধ্যে রয়েছে- 'স্বপ্নের আবেশে', 'সকাল সাঁঝে', 'ভোরের আকাশে', 'লাগুক হাওয়া', 'আপন পানে চাহি', 'প্রাণ খোলা গান', 'এলাম নতুন দেশে', 'মাটির ডাক', 'গেঁথেছিনু অঞ্জলি', 'মোর দরদিয়া', 'শ্রাবণ তুমি' ও 'ছিন্নপত্র' ইত্যাদি।

সঙ্গীতে অসামান্য অবদান রাখায় ২০১৬ সালে রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা লাভ করেছেন দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা স্বাধীনতা পদক। এ ছাড়া তিনি ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক, সিটিসেল-চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড, আনন্দ সঙ্গীত পুরস্কারসহ বহু পুরস্কার পেয়েছেন। ভারতেও তিনি বেশ কিছু পদক পেয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বঙ্গভূষণ।

হেরেও গর্বিত জাভি!

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে এগিয়ে গিয়েও ৪-২ গোলে হেরে স্পেনের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা কোপা দেল রে থেকে ছিটকে গেছে বার্সেলোনা। তবে দলের এমন হারে মোটেই বিচলিত নন বার্সেলোনার কোচ জাভি হার্নান্দেজ। উল্টো দলের পারফর্ম্যান্স নিয়ে গর্বিত তিনি। বার্সেলোনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলেও মনে করেন ক্লাবের এই কিংবদন্তি।

ম্যাচের পর জাভি বলেন, সব বড় ক্লাবেই কোচদের তাকিয়ে থাকতে হয় ট্রফির দিকে। তবে দুর্দান্ত একটি দলের বিপক্ষে আমরা আজকে যেভাবে লড়াই করেছি, বিশেষ করে তরুণরা, তাতে আমি গর্বিত। আমার মনে হয়, বড় কিছুর পথে সূচনা চলছে এখন। বার্সার ভবিষ্যৎ দারুণ উজ্জ্বল।'

তরুণদের নিয়েই বার্সেলোনা এগিয়ে যাবে বলেই জাভির বিশ্বাস। বেশ কয়েকজন তরুণ ফুটবলারের নাম আলাদা করেই বললেন তিনি, ক্লাবের পরিকল্পনা দারুণ। সেটা আমি কোচ বলেই নয়। দারুণ এক প্রজন্মের ফুটবলার উঠে আসছে। কুবারসি, পোর্ট, লামিন, গিইউ এবং আরও অনেক ফুটবলার... ফার্মিন লোপেস।'

ম্যাচে বার্সেলোনাকে জয়ের আশা দেখানো গোলটা করেছিলেন ইয়ামাল। আবার নির্ধারিত সময়ের শেষ দিকে একটি সুযোগ হাতছাড়াও করেছেন তিনি। তবেএ জন্য তাকে কাঠগড়ায় তুলতে চান না বার্সেলোনা কোচ, 'বাচ্চা ছেলেটাকে দোষ দেওয়ার কিছু নেই। স্রেফ ১৬ বছর বয়সী বাচ্চা, যে অসাধারণ খেলছে। সুযোগ তৈরিও করেছে তো সে নিজেই।'

বর্ষসেরা ওয়ানডে ক্রিকেটার কোহলি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আইসিসির ২০২৩ সালের বর্ষসেরা ওয়ানডে ক্রিকেটার হয়েছেন বিরাট কোহলি। শুভমান গিল, মোহাম্মদ শামি ও ড্যারিল মিচেলকে টপকে বর্ষসেরা ওয়ানডে ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতলেন তিনি।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় আইসিসি।

এবি ডি ভিলিয়ার্সকে ছাড়িয়ে সর্বোচ্চ চারবার ওয়ানডের বর্ষসেরা হওয়ার রেকর্ড গড়লেন ভারতীয় এই ব্যাটার। এর আগে ২০১২, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে বর্ষসেরা হন তিনি।

২০২৩ সালে ২৭ ওয়ানডেতে ১৩৭৭ রান কোহলির, যার মধ্যে বিশ্বকাপেই তোলেন ৭৬৫ রান। এটি বিশ্বকাপের এক আসরে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। এ ছাড়া বিশ্বকাপেই ৫০তম শতকের মাইলফলক স্পর্শ করেন বিরাট কোহলি, ভেঙে দেন শচীন টেন্ডুলকারের দুই যুগ স্থায়ী ৪৯ শতকের রেকর্ড।

আইসিসির বর্ষসেরা ক্রিকেটার বিশ্বকাপ জেতানো কামিন্স

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ২০২৩ সালের আইসিসি বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্স। বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় আইসিসি।

সতীর্থ ট্রাভিস হেড, ভারতের রবীন্দ্র জাদেজা ও বিরাট কোহলিকে ছাপিয়ে স্যার গ্যারফিল্ড সোবার্স পুরস্কার নিজের করে নিলেন ডানহাতি এই পেসার।

তিন ফরম্যাটে দলের নেতৃত্ব কাঁধে নেওয়ার পর কেবল সুসময়ই কাটছে তার। ভারতকে হারিয়ে গত বছরের জুনে দলকে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতান কামিন্স। তার কয়েক মাস পর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় সাফল্যের দেখা পান এই পেসার। সেই ভারতকে তাদের মাটিতে হারিয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন হয় অস্ট্রেলিয়া।

কামিন্স ২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তিন সংস্করণ মিলিয়ে মোট ২৪টি ম্যাচ খেলে বল হাতে ৫৯ উইকেট এবং ব্যাট হাতে ৪২২ রান করেন।

এ ছাড়া মেয়েদের ক্রিকেটে টানা দ্বিতীয়বার বর্ষসেরা হয়েছেন ইংল্যান্ডের ন্যাট সিভার-ব্রান্ট।

জিম্বাবুয়ের দুই তারকা ক্রিকেটারকে নিষিদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : সব ধরনের ক্রিকেট থেকে চার মাসের জন্য দুই ক্রিকেটারকে নিষিদ্ধ করেছে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ড। মাদকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় তাদের নিষিদ্ধ করা হয়। নিষিদ্ধ হওয়া দুই ক্রিকেটার হলেন- অলরাউন্ডার ওয়েসলি মাধিভারে ও ব্র্যান্ডন মাভুতা। নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি জরিমানাও গুণতে হচ্ছে তাদের। মাধিভারে ও মাভুতাকে তাদের গত তিন মাসের বেতনের ৫০ শতাংশ জরিমানা করেছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড। এছাড়া আরেক ব্যাটার কেভিন কাসুজাকেও সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গত সপ্তাহে তার শরীরে ডোপ টেস্ট করলে মাদকের উপস্থিতি পাওয়া যায়।

গত ডিসেম্বরে মাধিভারে ও মাভুতার ডোপ টেস্ট করা হয়। তখন এই দুই ক্রিকেটারের শরীরে মাদকের উপস্থিতি পাওয়া যায়। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের ক্রিকেট থেকে বরখাস্ত করা হয়। এরপর তারা নিজের স্বপক্ষে আপিল করেন। অবশেষে বুধবার এই দুই ক্রিকেটারের আপিলের শুনানি হয়। সে শুনানিতে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের শাস্তির দেয়া হয়।

এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক এক বিবৃতিতে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, এই দুই ক্রিকেটার জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ডের আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। এমন কাজের জন্য তারা অনুশোচনা করেছেন বিধায় তাদের শাস্তি কমিয়ে দেয়া হয়েছে। এমন অভ্যাস থেকে বের হয়ে আসার জন্য তারা ইতিমধ্যে কাজ করা শুরু করেছেন। দুই ক্রিকেটারের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ডের মেডিকেল কর্মকর্তাদের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হবে বলেও জানানো হয়েছে বোর্ড থেকে।

পিএসএল থেকেও নাম সরিয়ে নিলেন রশিদ খান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পিঠের চোটের কারণে এবার পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) থেকেও নাম সরিয়ে নিলেন রশিদ খান। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া আসরে রশিদকে পাওয়া নিয়ে শঙ্কা থাকার পরও গত ডিসেম্বরের ড্রাফটের আগে তাকে সিলভার ক্যাটাগরির খেলোয়াড় হিসেবে ধরে রাখে লাহোর। পরের আসরেও যেন এই স্পিনারকে ধরে রাখা যায়, এই পরিকল্পনায় হয়তো সিদ্ধান্তটি নিয়েছে তারা।

লাহোর কালান্দার্সের হয়ে পিএসএলের সবশেষ তিন আসরে খেলেন রশিদ। গত দুই আসরে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির শিরোপা জয়ে বড় অবদান ছিল তার। ২০২২ আসরের ৯ ম্যাচে ধরেন ১৩ শিকার। গতবার ১১ ম্যাচে ২০ উইকেট নিয়ে ছিলেন আসরের তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি।

গত নভেম্বর থেকেই বাইশ গজের বাইরে আছেন রশিদ খান। মূলত পিঠের চোটের জন্য ছুরি-কাঁচির নিচে যেতে হয় তাকে। ভারতের বিপক্ষে আফগানিস্তানের সবশেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে ছিলেন ২৫ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। দলের সঙ্গে ভারতেও যান, কিন্তু ফিট না থাকায় খেলতে পারেননি কোনো ম্যাচ।

ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, আইপিএলের আগে পুরোপুরি ফিট হয়ে যাবেন রাশিদ। সব কিছু ঠিক থাকলে ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে গুজরাট টাইটান্সের হয়ে খেলবেন তিনি। আইপিএলের আগে আফগানিস্তানের হয়েও কয়েকটি ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা আছে তার।

আইসিসির বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার খাজা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আইসিসির বর্ষসেরার টেস্ট ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার উসমান খাজা। সতীর্থ ট্রাভিস হেড, ভারতের রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও ইংল্যান্ডের জো রুটকে পেছনে ফেলে বর্ষসেরার পুরস্কার জেতেন তিনি।

বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় আইসিসি।

গত বছর ১৩ টেস্ট খেলে ৩ সেঞ্চুরি ও ৬ ফিফটিসহ ৫২.৬০ গড়ে এক হাজার ২১০ রান করেন খাজা।

২০২৩ সালে বছরের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলেন ক্যারিয়ারসেরা অপরাজিত ১৯৫ রানের ইনিংস। এরপর ভারতের মাটিতে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। চার ম্যাচে এক সেঞ্চুরি ও দুই ফিফটিসহ করেন ৩৩৩ রান।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার পর ইংল্যান্ডের মাটিতে অ্যাশেজেও ছিলেন সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। পাঁচ ম্যাচে এক সেঞ্চুরি ও তিন ফিফটিসহ ৪৯৬ রান করেন বাঁহাতি এই ওপেনার। বছর শেষ করেন পাকিস্তানের বিপক্ষে তিনটি ৪০+ স্কোর দিয়ে।

এশিয়ান কাপের নকআউটে কোরিয়া-বাহরাইন-ইন্দোনেশিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : কাতারে অনুষ্ঠিত এশিয়ান কাপের গ্রুপ ই থেকে শেষ ষোলোতে উঠে গেছে বাহরাইন, দক্ষিণ কোরিয়া ও জর্ডান। গতকাল বৃহস্পতিবার মালয়েশিয়ার বিপক্ষে অতিরিক্ত ১৫ মিনিটের খেলায় গোল করে ৩-৩ এ ড্র করে ৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে থেকে গ্রুপপর্ব শেষ করেছে দক্ষিণ কোরিয়া।

দিনের অপর ম্যাচে জর্ডানকে ১-০ গোলে হারিয়ে টেবিলের শীর্ষে থেকে শুরুর পর্ব শেষ করেছে বাহরাইন। তাদের পয়েন্ট ৬। তবে জর্ডানও উঠেছে নকআউটে। ৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের তৃতীয় অবস্থানের সেরা দল হিসেবে পরের রাউন্ড নিশ্চিত করেছে তারা।

গ্রুপ এফ থেকে নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেছে সৌদি আরব ও থাইল্যান্ড। গতকালের খেলায় এই দুই দল গোলশুন্য ড্র করেছে। তাতে সৌদির পয়েন্ট হয়েছে ৭, আর থাইল্যান্ডের পয়েন্ট ৫। একইদিনের খেলায় কিরগিজিস্তানের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করে এই গ্রুপ থেকে বাদ পড়েছে ওমান।

অপরদিকে তৃতীয়স্থানের সেরা দল হিসেবে জর্ডানের সঙ্গে শেষ ষোলোতে উঠে গেছে সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিস্তিন।

১৬ দলের নকআউট পর্বে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হবে ইন্দোনেশিয়া, স্বাগতিক কাতারের বিপক্ষে মাঠে নামবে ফিলিস্তিন। অপরদিকে সিরিয়া মুখোমুখি হবে ইরানের। সৌদি আরব মাঠে নামবে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে।

সিটিতে 'নতুন মেসি'র আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আর্জেন্টিনার 'নতুন মেসি' হিসেবে খ্যাতি পাওয়া ক্লদিও এচেভেরিকে যে নিজেদের দলে ভিড়ানো হচ্ছে, সেটি আগেই জানিয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটি। এবার তার আর্জেন্টিনার তরুণ ফুটবলারের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তিটি করে নিলো সিটি।

বৃহস্পতিবার এচেভেরির সঙ্গে চুক্তি করে সিটি। আর্জেন্টিনার অনূর্ধ্ব-২৩ দলের মিডফিল্ডার হিসেবে খেলেন এই ফুটবলার।

আর্জেন্টিনার ক্লাব রিভার প্লেট থেকে সিটিতে যোগ দিচ্ছেন এচেভেরি। তবে এখনি সিটিতে যাচ্ছেন না তিনি। আগামী বছরের জানুয়ারিতে পেপ গার্দিওলার দলের সঙ্গে একই ড্রেসিংরুম ভাগাভাগি করবেন জুনিয়র মেসি। সাড়ে ১ কোটি ৪৬ লাখ ইউরোর বিনিময়ে ১৮ বছর বয়সী এই তরুণ আর্জেন্টাইনের সঙ্গে ২০২৮ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তি করেছে সিটি।

ফুটবল বিষয়ক ওয়েবসাইট ইএসপিএন জানিয়েছে, লা লিগার ক্লাব বার্সেলোনাও থেকেও প্রস্তাব পেয়েছেন এচেভেরি। তবে সেখানে যাওয়ার আগ্রহ দেখাননি তিনি।

২০২৩ সালের অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার অধিনায়ক হিসেবে খেলেছেন এচেভেরি। দুর্দান্ত নেতৃত্ব দিয়ে ব্রাজিলকে হারিয়ে নিজের দলকে তুলেছেন সেমিফাইনালে। তবে শিরোপা ছুঁয়ে দেখতে জার্মানির বাধা টপকাতে পারেনি এচেভেরির দল। পেনাল্টিতে হেরে বিদায় নিতে হয়েছে আলবিসেলেস্তেদের।

সেই আসরে মোট ৫ গোল করেছেন এচেভেরি। ব্রাজিলের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে করেছেন হ্যাটট্রিক। আসরের তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে জিতেছেন ব্রোঞ্জ বল।

মেসির ওপর রেগে গেলেন সুয়ারেজ!

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : লিওনেল মেসি এবং লুইস সুয়ারেজের বন্ধুত্ব সর্বজনবিদিত। একজন যেন আরেকজনের হরিহর আত্মা। বার্সেলোনায় সর্বশেষ ২০২০ সালে দুজন একসঙ্গে খেলেছেন। চারবছর পর আবারও একসাথে হলেন মেসি-সুয়ারেজ। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মিয়ামিতে আবারও জুটি বাধলেন এই দুই ফুটবলার।

কিন্তু সম্প্রতি একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, মেসির ওপর রেগে গেলেন সুয়ারেজ। যে ভিডিও দেখে খুব অবাক হয়েছেন ভক্তরা। মূলত বিষয়টা ছিল, সুয়ারেজ যখন ইন্টার মিয়ামির প্রাক মৌসুম প্রস্তুতিতে মাঠে নামছিলেন, তখন ক্লাবের ফুটবলাররা দুই পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান জানাচ্ছিলেন।

তার সাবেক তিন সতীর্থ লিওনেল মেসি, জর্দি আলবা এবং সার্জিও বুস্কেটস পিঠ চাপড়ে দিচ্ছিলেন সুয়ারেজের। মেসির চাপড়ে দেয়াটা একটু জোরেই পড়েছিলো পিঠের উপরিভাগে, ঘাড়ের নিচে। এতেই খানিকটা ব্যথা পেয়েছেন উরুগুয়ের এই ফুটবলার। পরে তাকে দেখা গেছে এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখাতে।

স্প্যানিশ পত্রিকা মার্কা এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তবে, ভিডিওতে বিষয়টাকে এতটা গুরুত্ব বলে মনে হয়নি। পরেই এ বিষয়টা মিটমাট হয়ে গেছে। এরপর দেখা গেছে মেসি-সুয়ারেজরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অনুশীলন করছেন।

এদিকে, প্রাক প্রস্তুতিতে দুটি ম্যাচ খেলেছে মিয়ামি। যার একটিতে ড্র করেছে তারা, অন্যটিতে হেরে গেছে। এরই মধ্যে ইন্টার মিয়ামি আরবে উড়ে এসেছে সৌদি আরবে। যেখানে রোনালদোর আল নাসর- আল হিলালের সঙ্গে ম্যাচ খেলবে ইন্টার মিয়ামি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR